দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

AUG. 19 2002

সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভা

আহ্ছানিয়া মিশন কলেজ অব সায়েন্স এন্ড বিজনেস স্টাডিজ

মানসম্মত শিক্ষার অঙ্গীকার নিয়ে আহ্ছানিয়া মিশন কলেজ অব সায়েন্স এন্ড বিজনেস স্টাডিজের যাত্রা শুরু হয়েছে। সারাদেশে বিশেষভাবে উচ্চ মাধ্যমিক ও কলেজ পর্যায়ের উচ্চ শিক্ষার জন্য চাহিদার তুলনায় ভাল কলেজের সংখ্যা অপ্রতুল। এ প্রেক্ষিতে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন মানসম্মত শিক্ষার নিশ্চয়তা ও অঙ্গীকার নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছে আহ্ছানিয়া মিশন কলেজ অব সায়েন্স এন্ড বিজনেস স্টাডিজ। এই শিক্ষাবর্ষ থেকে কলেজটির কার্যক্রম শুরুর প্রায় সকল ব্যবস্থা সম্পন্ন এবং কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। ধানমন্ডিস্থ বাড়ী # ২০, সড়ক # ১১ নতুন, আবাসিক এলাকায় লেকের পাড়ে অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে স্থাপিত এ কলেজটির প্রতি বিভিন্ন মহলের সুদৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে এবং এর সম্ভাবনার প্রতি এসব মহল থেকে উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া পাওয়া যাচ্ছে।

গত ৫ আগস্ট ২০০২ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কলেজ অব সায়েন্স এন্ড বিজনেস স্টাডিজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সাংবাদিকদের সাথে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন আহ্ছানিয়া মিশনের জনসংযোগ বিভাগের পরিচালক অধ্যাপক নুরুল ইসলাম। পাবনা ক্যাডেট কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ, বর্তমানে আহ্ছানিয়া মিশন কলেজ অব সায়েন্স এন্ড বিজনেস স্টাডিজের অধ্যক্ষ মাহবুবুর রহমান ফারুক, আহ্ছানিয়া মিশন বুক ডিস্ট্রিবিউশন হাউজের পরিচালক ডঃ গোলাম মঈন উদ্দিন এবং খানবাহাদুর আহ্ছান উল্লাহ শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজের অধ্যক্ষ আশরাফ আলী। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে অধ্যাপক নুরুল ইসলাম কলেজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তুলে ধরেন। এছাড়া তিনি মাদক প্রতিরোধ, নারী উন্নয়ন, শিশু অধিকার রক্ষা, পরিবেশ রক্ষা ও গণশিক্ষা ক্ষেত্রে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের অবদানের কথা তুলে ধরেন। কলেজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অধ্যক্ষ মাহবুবুর রহমান ফারুক বলেন, দক্ষ প্রশাসন, অভিজ্ঞ ও মেধাবী শিক্ষকমণ্ডলীর মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের মেধা পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করাই আমাদের উদ্দেশ্য, যাতে দেশ ও জাতির জন্য তারা সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। ডঃ গোলাম মঈন উদ্দিন বলেন, আমরা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের জন্য যথাযোগ্য ছাত্রছাত্রী গড়ে তোলার চেষ্টা করব। তিনি আরও বলেন, এই কলেজের সাধারণ উদ্দেশ্য হচ্ছে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং শিক্ষার্থীদের চারিত্রিক গুণাবলীর উন্মেষ ঘটানো, যাতে তারা আদর্শ মানুষ ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে।